7

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ ...

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

আগামীকাল বৃহস্পতিবার চার বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রচারিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের আবেদন জানানো হয়েছে। পরীক্ষা সুন্দর এবং সুষ্ঠু হবে, এমনটাই সবার প্রত্যাশা। আমরাও তাই আশা করছি, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন। পরীক্ষায় অনিয়ম প্রশ্রয় পেলে কেবল পরীক্ষারই নয়, শিক্ষার লক্ষ্যও বানচাল হয়ে পড়ে। শিক্ষাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে যাবতীয় অনিয়ম আর বিশৃঙ্খলার অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে।

সুশৃঙ্খল পরীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং যুক্তিসঙ্গত সময়সীমার মধ্যে তার ফল প্রকাশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ দিকটি উপেক্ষিত বা অনিয়মিত হয়ে পড়েছে বলা চলে। আশার কথা, চারটি বোর্ডের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে, এবার পরীক্ষা শেষ হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যেই ফল প্রকাশিত হবে। শিক্ষা বোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। জানানো হয়েছে, এই কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফলাফল চূড়ান্ত করায় কোন অসুবিধে ঘটবে না। ফলে ফল প্রকাশে বিলম্বের আশংকা নেই। সময়মত ফল প্রকাশ অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাই এ আশ্বাসকে স্বাগত জানাই।

বোর্ডের নিজস্ব কম্পিউটার কেন্দ্র অপরিহার্য ছিল কিনা এ বিতর্ক এখন অবান্তর। কেন্দ্র যখন স্থাপিত হয়ে গেছে তখন আমরা কেবল উন্নতমানের কাজই এর কাছে দাবি করতে পারি। কম্পিউটারে ফলাফল চূড়ান্ত করার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি। অভিজ্ঞতার অভাব কিংবা অন্য যে কারণেই হোক, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলের একাধিক সংশোধনী প্রকাশ করতে হয়েছে। যাতে মেধা তালিকাও পালটে গেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী এবং অভিভাবককে বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়েছে। অনেককে দীর্ঘদিন এ বিড়ম্বনার জের টানতে হবে। দ্রুত ফল প্রকাশের অতিউৎসাহে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে এখন থেকেই সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে।

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতার আন্তরিক প্রয়োগ ঘটলে এ জাতীয় বিপত্তি না ঘটারই কথা। অতীতে যা ঘটে গেছে সে নিয়ে অনেকেই নানা ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। আমরা সেসব পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই না। আমাদের বক্তব্য একটাই, শিক্ষার্থীর জীবনে এমন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে যেন কোন প্রকার ত্রুটি বা কারচুপি প্রশ্রয় না পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। বোর্ডের কর্মীরা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে নিজেদের কম্পিউটার কেন্দ্র চালু করেছেন। এই কেন্দ্র এবং তার কাজকে বাঞ্ছিত মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তাই তাদেরই নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফল প্রকাশের গোলযোগ নিয়ে পরীক্ষার্থীদের একটি অংশ এরই মাঝে কম্পিউটারভিত্তিক ফলাফলের উপর আস্থা হারিয়ে বসেছেন। আমরা অবশ্যই এই আস্থাহীনতাকে অকারণ গণ্য করারই পক্ষপাতী। উন্নত প্রযুক্তিকে অস্বীকার করা যায় না এবং যথাযথ ব্যবহৃত হলে তার কাজের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রকে আসন্ন পরীক্ষার সুষ্ঠুতর ফল প্রকাশের মাধ্যমে এ সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে হবে।

উপসংহারে আমরা আবারো বলতে চাই, নব্বই দিনে ফল বেরুবে, এ অবশ্যই ভালো কথা। তবে এই ফল নিয়ে যেন বিপত্তির কারণ না ঘটে। ফল প্রকাশের সঙ্গে যেন পরীক্ষা গ্রহণের সুষ্ঠুতার প্রতিও সমান নজর রাখা হয়। সর্বোপরি বোর্ডের প্রতিটি পরীক্ষা গ্রহণ এবং তার ফল প্রকাশ যেন নির্ধারিত সময়ে হতে পারে তা নিশ্চিত করা হোক। উন্নত প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহৃত হলে ফল প্রকাশের জন্যে তিন মাসও অনেক দীর্ঘ সময় বিবেচিত হতে পারে। আমাদের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আপাতত এ তিন মাসকেই যুক্তিসঙ্গত সময় বলে ধরে নেয়া যায়।

OF ___ SHEETS